পেয়ারা চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসলের জাত পরিচিতি

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বারি পেয়ারা-১

জনপ্রিয় নাম : কাজি পেয়ারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল উপবৃত্তাকার, শাঁস কচকচে, বিচি শক্ত ও বেশী। ফল আকারে বড়, প্রতি ফলের ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। বছরে দুবার ফল ধরে। মাত্র ৭-১০ দিন সংরক্ষণ করা যায়। ব্রিক্স মান ৮-১৩%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৮ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে - সেপ্টেম্বর / মধ্য বৈশাখ - মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই- আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বারি পেয়ারা-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল আকারে বড় ও গোলাকার। ফল পাকলে হলুদাভ সবুজ হয়। ভেতরের শাঁস সাদা। প্রতি ফলের ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম। বছরে দুবার ফল ধরে। মাত্র ৭-১০ দিন সংরক্ষণ করা যায়। ব্রিক্স মান ১০%। গাছ খাটো, ঝোপাল। এনথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

আগস্ট-সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর-জানুয়ারি

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বারি পেয়ারা-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফল আকারে বড়। ফল পাকলে হলুদাভ সবুজ হয়। ভেতরের শাঁস লাল। প্রতি ফলের গড় ওজন ১৮০ গ্রাম। বছরে দুবার ফল ধরে। মাত্র ৭-১০ দিন সংরক্ষণ করা যায়। ব্রিক্স মান ৮ %।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বারি পেয়ারা-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজবিহীন, কচকচে মিষ্টি স্বাদ, নিয়মিত ফল দেয়, দীর্ঘকাল (৮-১০ দিন) পেয়ারা রাখা যায়, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

জুন-আগস্ট

ফসল তোলার সময় :

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ওয়েবসাইট ২০/২/২০১৮।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বামন জাতের মৌসুমী পেঁয়ারা। নিয়মিত ফল দেয়। আকৃতি ডিম্বাকার। পরিপক্ক অবস্থায় সোনালী সবুজ। প্রতিটি ফলের ওজন ১৫০-৩০০ গ্রাম। ব্রিক্স মান ১১.৬- ১২.৬%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও ডিসেম্বর-জানুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-২

জনপ্রিয় নাম : রাঙা পেয়ারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বামন জাতের মৌসুমী পেঁয়ারা। নিয়মিত ফল দেয়। আকৃতি ঈষৎ গোলাকার থেকে ডিম্বাকার। উপরিভাগ অমসৃণ, শাঁস লাল। পরিপক্ক অবস্থায় সোনালী সবুজ। প্রতিটি ফলের ওজন ৩০০-৬০০ গ্রাম। ব্রিক্স মান ৯.৭১-১২.৬৭%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও ডিসেম্বর-জানুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-৩

জনপ্রিয় নাম : চৌধুরী পেয়ারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফলের আকৃতি ডিম্বাকার। উপরিভাগ মসৃণ, শাঁস রক্তাভ হলুদ। পরিপক্ক অবস্থায় সোনালী সবুজ। প্রতিটি ফলের ওজন ১৫০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও ডিসেম্বর-জানুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-৪

জনপ্রিয় নাম : আপেল পেয়ারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফলের আকৃতি ঈষৎ গোলাকার থেকে ডিম্বাকার। উপরিভাগ অমসৃণ, শাঁস লাল। পরিপক্ক অবস্থায় উজ্জ্বল সবুজ। প্রতিটি ফলের ওজন ১১০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-৫

জনপ্রিয় নাম : ওভাল পেয়ারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফলের আকৃতি ঈষৎ গোলাকার থেকে ডিম্বাকার। উপরিভাগ অমসৃণ, শাঁস লাল। পরিপক্ক অবস্থায় উজ্জ্বল সবুজ। প্রতিটি ফলের ওজন ৩০০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-৬

জনপ্রিয় নাম : জেলি পেয়ারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পেকটিন এর পরিমাণ বেশী থাকে বলে জ্যাম ও জেলী তৈরীর উপযোগী। শাঁস টুকটুকে লাল। স্বাদ অত্যন্ত টক। ফলের বুনট নরম। অমৌসুমে ফল দেয়। প্রতিটি ফলের ওজন ১২০-২৫০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজ শূন্য গোল। বামন জাতের গাছ ঝোপালো হয়। আকৃতি গোলাকার। উপরিভাগ মসৃণ, শাঁস লাল। ভেতরটি বীজ শূণ্য। মিষ্টতা ১৮ %। প্রতিটি ফলের ওজন ১১০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : বাউ পেয়ারা-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজ শূন্য ডিম্বাকার। বামন জাতের গাছ ঝোপালো হয়। আকৃতি গোলাকার। উপরিভাগ মসৃণ, শাঁস লাল। ভেতরটি বীজ শূণ্য। মিষ্টতা ১৮ %। প্রতিটি ফলের ওজন ৩০০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : থাই পেয়ারা

জনপ্রিয় নাম : থাই পেয়ারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : থাইল্যান্ড থেকে প্রবর্তিত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৮২৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ঈষৎ গোলাকার থেকে বেলুনাকৃতি, উপরিভাগ হালকা অমসৃণ, শাঁস পুরু ও কচকচে, বীজের বল ছোট, শীতকালে বেশি মিষ্টি, সংরক্ষণ কাল বেশী, ফলন বেশী, ফলের ওজন ৩০০-৮০০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১০ - ১২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

মার্চ-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-মার্চ

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ)।

ফসল : পেয়ারা

জাতের নাম : স্বরূপ কাঠি

জনপ্রিয় নাম : স্বরূপ কাঠি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : সনাতন

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১৯১

জাতের ধরণ : স্থানীয় উন্নত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আকার ছোট; শাঁস নরম. প্রতিটি ফলের ওজন ১২০-২৫০ গ্রাম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৬২৫ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-সেপ্টেম্বর/ মধ্য বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় :

জুলাই-আগস্ট ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

তথ্যের উৎস :

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েবসাইট, ১৬/১/২০১৮

<u>পেয়ারা এর পুষ্টিমানের তথ্য</u>

ফসল : পেয়ারা

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে ৮১ গ্রাম জলীয় অংশ রয়েছে । তাছাড়া অন্যান্য পুষ্টিগুণ যেমন খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৫.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫১ (কিলোক্যালোরি),আমিষ ০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ (মিলিগ্রাম), ক্যারোটিন ১০০ (মাইক্রোগ্রাম), ভিটামিন বি-১ ০.২১ (মিলিগ্রাম), ভিটামিন বি-২ ০.০৯ (মিলিগ্রাম) ও শর্করা ১১.২ গ্রাম ইত্যাদি রয়েছে ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

<u>পেয়ারা এর বীজ ও বীজতলার তথ্য</u>

ফসল : পেয়ারা

বর্ণনা : ২ ফুট × ১.৫ ফুট আকারের জায়গা মেপে নিয়ে গর্ত তৈরী করতে হবে। গর্ত থেকে গর্তের দূরত্বঃ ৮.৭৫ হাত থেকে ১৩ হাত পর্যন্ত হতে পারে। গর্তে সারের পরিমাণঃ ১০-১৫ কেজি পচা গোবর/কম্পোস্ট, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম পটাশ সার গর্তের মাটির সাথে মিশাতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। গর্ত ভরাটঃ সার প্রয়োগের পর গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। চারা/কলম রোপণঃ মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে সারাবছরই লাগানো যায়। গর্ত ভরাটের ১০-

১৫ দিন পর মাটি উলটপালট পুনরায় গর্ত খনন করতে হবে। প্রথমে পলিথিন সাবধানে ছিড়ে ফেলতে হবে। এবারে বের হয়ে থাকা শিকড় কেটে দিতে হবে। তারপর গর্তে চারা সোজাভাবে স্থাপন করতে হবে। চারার গোড়ার মাটি হালকাভাবে চাপ দিয়ে শক্ত করে দিতে হবে। খুঁটি দেয়া ও পানি সেচঃ চারা লাগানোর পর একটি খুটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : গর্ত থেকে গর্তের দূরত্বঃ ৮.৭৫ হাত থেকে ১৩ হাত পর্যন্ত হতে পারে। গর্তে সারের পরিমাণঃ ১০-১৫ কেজি পচা গোবর/কম্পোস্ট, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম পটাশ সার গর্তের মাটির সাথে মিশাতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : খুঁটি দেয়া ও পানি সেচঃ চারা লাগানোর পর একটি খুটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।
তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

পেয়ারা এর চাষপদ্ধতির তথ্য

ফসল : পেয়ারা

চাষপদ্ধতি :

সবদিকে ৬০ সেন্টিমিটার মাপে গর্ত তৈরি করুন। রোপন দুরত্ব হতে পারে ৩-৬ মি × ৩-৬ মি। গর্তে সারের পরিমাণঃ ১০-১৫ কেজি পচা গোবর/কম্পোস্ট, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম পটাশ সার গর্তের মাটির সাথে মিশাতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। গর্ত ভরাটঃ সার প্রয়োগের পর গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। চারা/কলম রোপণঃ মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে সারাবছরই লাগানো যায়। গর্ত ভরাটের ১০-১৫ দিন পর মাটি উলটপালট পুনরায় গর্ত খনন করতে হবে। প্রথমে পলিথিন সাবধানে ছিড়ে ফেলতে হবে। এবারে বের হয়ে থাকা শিকড় কেটে দিতে হবে। তারপর গর্তে চারা সোজাভাবে স্থাপন করতে হবে। চারার গোড়ার মাটি হালকাভাবে চাপ দিয়ে শক্ত করে দিতে হবে। খুঁটি দেয়া ও পানি সেচঃ চারা লাগানোর পর একটি খুটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

পেয়ারা এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

ফসল : পেয়ারা

মৃত্তিকা :

পানি জমেনা এমন দোয়াঁশ ভারি এঁটেল মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

প্রতিবছর ফাল্গুন/ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল আসার সময়ে, বৈশাখের শেষে ফল ধরার সময়, মে মাসে এবং ভাদ্র শেষে/ সেপ্টেম্বর মাসে ফল তোলার পর তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করুন। সার গোড়া থেকে ২.৫ হাত দূর দিয়ে যতদূর পর্যন্ত ডালাপাল বিস্তার করেছে সে পর্যন্ত মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। ছকে সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

সারের নাম	বয়স (বছর)	গাছ প্রতি সার
কম্পোস্ট	১-৩	৩-৫ কেজি
	৩-৫	৬-১০ কেজি
	৬ এর উপর	১২-১৩কেজি
ইউরিয়া	১-৩	৫০-৬৭ গ্রাম
	৩-৫	৮৪-১৩৪ গ্রাম
	৬ এর উপর	১৬৭ গ্রাম
টিএসপি	১-৩	৫০-৬৭ গ্রাম
	৩-৫	৮৪-১৩৪ গ্রাম
	৬ এর উপর	১৬৭ গ্রাম
পটাশ	১-৩	৫০-৬৭ গ্রাম
	৩-৫	৮৪-১৩৪ গ্রাম
	৬ এর উপর	১৬৭ গ্রাম

গাছে সার প্রয়োগের পর এবং খরার সময় বিশেষ করে ফলের গুটি আসার সময় পানি সেচ দিন। তাছাড়া গোড়ার আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঢেলা ভেঙ্গে দিন। মাটির উর্বরতা ভেদে সারের মাত্রা কম বেশি করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

পেয়ারা এর সেচের তথ্য

ফসল : পেয়ারা

সেচ ব্যবস্থাপনা :

চারা রোপণের সময় মাটি শুকনো থাকলে মাঝে মাঝে হালকা সেচ দিন। বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে ৮-১০ বার পানির প্রয়োজন হয়। ফলন্ত গাছে শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল) পর্যন্ত ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করলে ফল ঝরা হ্রাস পাবে এবং ফল বড় হবে ও ফলন বাড়বে। গাছে সার প্রয়োগের পর এবং খরার সময় বিশেষ করে ফলের গুটি আসার সময় সেচ দিন। গোড়ার আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঢেলা ভেঙ্গে দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যেতে পারে। তাই দ্রুত পানি সরানোর ব্যবস্থা নিন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

শাখায়/ মাচায় কলসি বেঁধে ড্রিপ সেচদিন। গাছের গোরায় মাটিতে সছিদ্র কলসি পুতে সেচ দিন। গোড়ায় জৈব মালচিং উপকারী।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

পেয়ারা এর আগাছার তথ্য

ফসল : পেয়ারা

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বেশী হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

আগাছার নাম : মুথা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার শিকর নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পেয়ারা এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

ফসল : পেয়ারা

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : ঝড় / শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

খুঁটি মেরামত করে মজবুত করে নিন। নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : বাড়তি ফসল তুলে ফেলুন। খুটির ব্যবস্থা করুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি-কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : পেয়ারা

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

ঝর্না দিয়ে সেচ দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের নালা তৈরি করে রাখুন। বাড়তি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি-কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : পেয়ারা

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : অতি বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি-কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

পেয়ারা এর পোকার তথ্য

ফসল : পেয়ারা

পোকার নাম : পেয়ারার স্কেল/খোসা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : খোসা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ২-৩ মি.মি. ডিম্বাকৃতির বাদামি থেকে ধূসর রঙের পোকা বাচ্চাসহ দলবেধে গাছের ডালে শক্ত করে লেগে থাকে। খোলস আঁশের মতো।

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও নরম ডালের রস চুষে নেয় ফলে গাছ দুর্বল হয়। গাছে পিঁপড়া দেখা যায়। এর আক্রমণে অনেক সময় পাতা ঝরে যায় এবং ডাল মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ডাইমেথোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন টাফগার ২০ মি.লি.) ১০ লি. হারে পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করুন। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : পেয়ারা

পোকার নাম : পেয়ারার সাদা মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার সাদা মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : সাদা পাখাযুক্ত পোকা। দেখতে পানপাতা/হৃদপিন্ডের মতো। স্ত্রী মাছি পাতার নিচে চক্রাকারে মোমের আবরণে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে অনুরূপ ছোট বাচ্চারা সাদা তুলার মতো আবরণের নিচে লুকিয়ে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। পাতায় অসংখ্য সাদা বা হলদেটে দাগ হয়। সাদা তুলার মত বস্তু ও সাদা পাখাযুক্ত মাছি দেখা যায়। তীব্র আক্রমণে আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সাদা আঠাযুক্ত বোর্ড স্থাপন বা আলোর ফাঁদ ব্যবহার করুন। আক্রান্ত পাতা তুলে ধ্বংস করুন। ৫০ গ্রাম সাবানের গুড়া ১০ লিটার পানিতে গুলে পাতার নিচে সপ্তাহে ২/৩ বার ভাল করে স্প্রে করুন। সাথে ৫ কৌটা গুল (তামাক গুড়া) পানিতে মিশিয়ে দিন। ভাল ফলাফল পাবেন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

পোকার নাম : পেয়ারার জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : নরম দেহের ক্ষুদ্র সবুজ পোকা

ক্ষতির ধরণ : পোকা গাছের পাতা ও আগার রস খেয়ে ফেলে এবং এক ধরনের মিষ্টি রস নিঃসরণ করে। এর আক্রমণ বেশি হলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং পাতায় কালো আবরণ দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

পোকার নাম : পেয়ারার মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : লালচে বাদামি মাছির ঘাড়ে হলুদ দাগযুক্ত রেখা আছে। পাখা স্বচ্ছ। পাখার নিচের দিকের কিনারায় কালো দাগ আছে। পেট মোটা, স্ত্রী মাছির পেছনে সরু ও চোখা ডিম পাড়ার সুঁইয়ের মতো নল আছে। ডিম সাদা নলের মতো এবং এক দিকে বাঁকা।

ক্ষতির ধরণ : ক্রীড়া ছিদ্র করে ফলের ভিতরে ঢুকে ফলের মাংসল অংশ খেতে থাকে এবং ফল ভেতরে পচে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

মাছি পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য সহজ উপায় হল ফলন্ত গাছে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ঝুলানো। পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন।কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

পুরোপুরি পাকার আগে ফল তোলা। ফল ছোট থাকতেই ব্যাগিং করা বা পলিথিন দিয়ে প্যাচিয়ে দিন। ফল তোলার পর সেগুলো ৫% লবন পানিতে ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা।

তথ্যের উৎস :

ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

পোকার নাম : পেয়ারার বিছা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার বিছা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ পোকা এক ধরনের মথ। মেটে ও সাদা ছোপ ছোপ পাখা মেলা অবস্থায় ৩৫-৪৫ মি.মি.। ডিম ফুটে ৮-১০ দিনে ফুটে কীড়া বাকলের নিচে লুকিয়ে থাকে। হালকা বাদামি রঙের ৫০-৬০ মি.মি. লম্বা, মাথা গাঢ় বাদামি রঙের।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা গাছকে অংশিক বা সম্পুর্ণ পাতাশুন্য করে ফেলে। অনেক সময় মারাত্মক আক্রমণে গাছে ফল আসেনা।

আক্রমণের পর্যায় : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: কট বা রিপকর্ড বা সিমবুস বা ফেনম বা এরিভো ১০ ইসি ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার পুরো গাছে স্প্রে করুন। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

পোকার নাম : পেয়ারার মিলিবাগ/ছাতরা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : ছাতরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : দুধের মত সাদা বর্ণের এবং মোম জাতীয় পাউডার দ্বারা নরম দেহ আবৃত থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এরা কচি ফল, পাতা ও ডালের রস চুষে নেয়, ফলে গাছ দুর্বল হয়। পোকার আক্রমণে পাতা, ফল ও ডালে সাদা সাদা তুলার মত দেখা যায়। অনেক সময় পিঁপড়া দেখা যায়। এর আক্রমণে অনেক সময় পাতা ঝরে যায় এবং ডাল মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুঁড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। আক্রান্ত অংশ পোকাসহ তুলে ধ্বংস করতে হবে। খুব জোরে পানি স্প্রে করেও প্রাথমিক অবস্থায় এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম ও ড. মোঃ শামসুল আলম মিঠু, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

ফসল : পেয়ারা

পোকার নাম : পেয়ারার ফলছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার ফলছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী প্রজাপতি দেখতে বাদামি-বেগুনি, সামনের পাখার কমলা রঙ্গের ছোপ আছে। কীড়া গাঢ় বাদামি, গায়ে ছোট ছোট পশম ও ছোপ ছোপ সাদা দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া ফল ছিদ্র করে ফলের ভিতরে ঢুকে নষ্ট করে। ফলে ছিদ্র দেখা যায়। ফল বিকৃত হয়ে যায়। আক্রান্ত ফলে পচন ধরে। খাওয়া যায় না।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

১০ লিটার পানিতে ২০ মিলিলিটার ডায়াজিনন ৬০ ইসি/ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি/ডেসিস ২.৫ ইসি গুলে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করা।কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা, কচি থাকতেই ফল ব্যাগিং করা বা পলিথিন দিয়ে প্যাচিয়ে দিন। ফলে বিষটোপ ফাঁদ স্থাপন করা।

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

পেয়ারা এর রোগের তথ্য

ফসল : পেয়ারা

রোগের নাম : পেয়ারার ফল শুকিয়ে যাওয়া

রোগের কারণ : একধরণের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রমণে কচি ফল শুকিয়ে যায়। ছত্রাকের কারণে বা শরীরবৃত্তীয় কারণে এ রোগ হয়ে থাকে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

ফল মটর দানার মত আকারের হলে প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল, পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করুন। গাছের নিচে পড়া ফল, পাতা সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলুন। সুষম সার প্রয়োগ করা এবং খরার মৌসুমে পরিমিত সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

রোগের নাম : পেয়ারার রেড রাষ্ট

রোগের কারণ : একধরণের সবুজ শৈবাল

ক্ষতির ধরণ : পাতায় ও ফলে লালচে মরিচার মত একধরনের উচু দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাক নাশক (কুপ্রাভিট ২০ গ্রাম) ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল, পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করুন। গাছের নিচে পড়া ফল, পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

রোগের নাম : পেয়ারার এনথ্রাকনোজ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় কাল দাগ পড়ে। কচি পাতা আগা থেকে শুকিয়ে যায়। ফলের গায়ে ছোট ছোট বাদামী দাগ ক্রমে ক্রমে বড় হয়। ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং ফল ফেটে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

ফল মটর দানার মত আকারের হলে প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল, পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করুন। গাছের নিচে পড়া ফল, পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

রোগের নাম : পেয়ারার স্ক্যাব রোগ

রোগের কারণ : একধরণের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ফলে ছোট বা মাঝারি আকারের কাল দাগ পড়ে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ফল

ব্যবস্থাপনা :

ফল মটর দানার মত আকারের হলে প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গাছের পাতা শুকনো থাকা আবস্থায় বাগানের পরিচর্যা করা ও বাগান পরিচ্ছন্ন রাখুন।

অন্যান্য :

১৫ দিন পরপর ২-৩ বার বোর্দোমিশ্রণ স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

রোগের নাম : পেয়ারার পাউডারি মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : রোগের জীবাণু পাতায় সাদা পাউডারের আবরণ সৃষ্টি করে। হাত দিয়ে ঘষলে পাউডার সরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

পানি স্প্রে করে রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

রোগের নাম : পেয়ারার ঢলে পড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : রোগাক্রান্ত গাছের পাতা প্রথমে হলুদ হয়ে শুকিয়ে মারা যেতে শুরু করে। ডগায় প্রথমে লক্ষণ দেখা দেয়। পরে পুরো ডাল একপাশ শেষে ১০-১৫ দিনের মধ্যে সম্পূন্ন গাছ ঢলে পড়ে। লাল মাটিতে লাগানো গাছে এ রোগ বেশী হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

কিছুটা সুস্থ অংশসহ আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং আটা অংশে বোর্দো মিশ্রণ বা কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাক নাশক (কুপ্রাভিট ২০ গ্রাম) ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পেয়ারা বাগান পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন। মাটিতে ব্রসিকল প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ কর যায়।

অন্যান্য :

ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী জাত হলো পলি পেয়ারা, আঙ্গুর পেয়ারা ও স্ট্রবেরি পেয়ারা।

তথ্যের উৎস :

পেয়ারা চাষের উন্নত কলাকৌশল, ড. এম. এ. রহিম ও ড. মোঃ শামসুল আলম মিঠু, ২০১০, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : পেয়ারা

রোগের নাম : পেয়ারার আগা মরা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পুরো গাছ বা গাছের ডাল আগা থেকে শুরু করে ক্রমশ নিচের দিকে মরে যেতে দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , ডগা

ব্যবস্থাপনা :

কিছুটা সুস্থ অংশসহ আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলুন এবং আটা অংশে বোর্দো মিশ্রণ বা কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুপ্রাভিট ২০ গ্রাম) ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে পরিস্কার করে দিন। পরিস্কার করার পর একটি ছত্রাকনাশক দ্বারা পুরো গাছ ভালভাবে স্প্রে করুন। নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

<u>পেয়ারা এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য</u>

ফসল : পেয়ারা

ফসল তোলা : গ্রীষ্মের শেষ থেকে বর্ষার শেষ পর্যন্ত এবং শীতকালে পেয়ারা পাওয়া যায়। পুষ্ট বা ডাসা ফল সাবধানে পাড়তে হবে। পাকা পেয়ারার রং হালকা সবুজ বা হালকা হলুদ হয়। পেয়ারা কোন অবস্থাতেই বেশি পাকতে দেবেন না, এতে স্বাদ কমে যায়। উঁচু ডাল থেকে বাঁশের মাথায় থলে ও আঁকশি লাগিয়ে পেয়ারা পাড়তে হয়। পরিপক্ক পেয়ারা বোঁটা বা দু-একটি পাতাসহ কাটলে বেশি দিন সতেজ থাকে এবং বাজারে দাম বেশি পাওয়া যায়। প্রখর রোদ ও বৃষ্টির সময় পেয়ারা পাড়া উচিৎ নয়। প্রতিটি পেয়ারা গাছ প্রথম দিকে ৪০০ থেকে ৫০০ টি ফল উৎপন্ন করে। তারপর ৮-১০ বছর পর ৯০০-১০০০ টি ফল উৎপন্ন করে। ১০ বছরের পর ফল খুব কমে যায়। বর্তমানে আধুনিক জাতসমূহের গাছ ৪-৫ বছরের বেশি বাগানে রাখা ঠিক না। এতে ফলন ভাল হয় না।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ফল তোলার পর পোকা খাওয়া, রোগাক্রান্ত ছোট বড় বাছাই করে নিন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

কাঁচা ফল সরাসরি, লবণ মরিচ বা কাসুন্দি দিয়েও খাওয়া হয়। পাকা পেয়ারা জুস জেম-জেলির প্রভৃতির জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

সংরক্ষণ : পেয়ারা ফল ৮-১৪ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় চার (৪) সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

পেয়ারা এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল : পেয়ারা

বীজ উৎপাদন :

বীজ থকে বংশ বিস্তারে জাতের মান ঠিক থাকে না ফলন দেরিতে আসে; তাই গুটী কলম করাই উত্তম। বর্ষার শুরুতে গুটি কলম করুন। ১.০-১.৫ বসরের সুস্থ সবল পেন্সিলের মতন মোটা ডাল আগা থেকে নিচের দিকে ৩০-৩৮ সেমি বাদ দিয়ে । ৪-৫ সেমি পরিমাণ জায়গার বাকল গোল করে কেটে, খুব ভাল করে পরিস্কার তুলে ফেলুন, পিচ্ছিল পদার্থ ঘষে সরিয়ে ফেলুন। কাঠ যেন ক্ষত না হয়। কাটা স্থানে আধাআধি পচা গোবর ও কাদামাটি মেশানো বল ভাল করে চেপে ঢেকে দিন। কাপড়/পলিথিন সিট দিয়ে বেধে দিন। যেন মাঝের টুকু মোটা এবং দুই পাশ সরু থাকে। গুটি শুকিয়ে এলে ভিজিয়ে দিন। ১.০-১.৫ মাসে শিকড় গজিয়ে যাবে। ২ থেকে ৩ বারে কয়েক সেমি. নিচে ধারালো চাকু দিয়ে কেটে ছয়ায় রেখে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

বীজ সংরক্ষণ:

ছায়া জায়গায় কলম সাজিয়ে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

পেয়ারা এর কৃষি উপকরণ

ফসল : পেয়ারা

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বিশ্বস্ত নার্সারি থেকে কলম/চারা সংগ্রহ করুন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। গোবর/ জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

পেয়ারা এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : পেয়ারা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যা ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

পেয়ারা এর বাজারজাত করণের তথ্য

ফসল : পেয়ারা

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের বড় ঝুড়িতে, ভাড়, রিক্সা ভ্যান, নৌকা, লঞ্চ ও ঠেলাগাড়িতে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

কাগজ/পাতলা পলিথিন সিট দিয়ে মুড়িয়ে ট্রাক কাভার্ড ভ্যান।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের বড় ঝুড়িতেভরে পাতলা চট দিয়ে মুড়িয়ে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ভোক্তা/বিপণ্ন চাহিদানুসারে বাঁশের বড় ঝুড়িতে, প্লাস্টিক/করোগেটেড কন্টেইনারে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।